অনুবাদতত্ত্বে রূপান্তরচর্চা : ‘রূপান্তর’ ও ‘অ্যাডাপ্টেশান’-এর ব্যুৎপত্তিগত অন্বেষণ[১]

ঋন্দন কুণ্ডু

বাংলা ভাষায় ‘অনুবাদ’ প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন সময়ে নানা প্রেক্ষিতে আলোচিত হলেও ‘রূপান্তর’ সম্বন্ধীয় আলোচনা উল্লেখযোগ্য ভাবেই কম এবং তার নেপথ্যে একটা কারণ সম্ভবত এই যে, ঔপনিবেশিক সময় থেকে অনুবাদ বলতেই আমরা এমন একটি প্রক্রিয়ার কথা চিন্তা করি যেখানে সাধারণত মূলের প্রতি আনুগত্যকে বজায় রাখাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। অন্যদিকে, রূপান্তর বলতেই বুঝি এক পরিবর্তনকামী প্রক্রিয়াকে। তবে প্রাচীন ভারতে ‘অনুবাদ’ অর্থে বোঝাতো ‘‘কথিত বিষয়ের পুনঃ কথন বা পুনরুক্তি’’ (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৩২, ৮১)। কিন্তু ‘রূপান্তর’ শব্দটি সেই যুগে আধুনিক কালের মতো ব্যবহৃত হত না, কারণ ভারতীয় চিন্তাধারায় অনুবাদতত্ত্ব, পাশ্চাত্য translation ও adaptation — এই দুই বিপ্রতীপে বিভক্ত নয়। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে ‘অনুবাদ’ শব্দটি একইসঙ্গে ‘পুনরুক্তি’ এবং ‘মূল হতে বিচ্যুত’ — এই দুই ধারণাকেই ইঙ্গিত করত। ফলত আলাদা করে কৃত্তিবাসী রামায়ণ-কে, বাল্মীকি রামায়ণ-এর রূপান্তর হিসেবে পাঠ করা হয়নি, বরং ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে একে অনুবাদ হিসেবেই দেখা হয়েছে। কিন্তু ঔপনিবেশিক যুগের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই রাজকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনার জন্য সংস্কৃত সাহিত্যের বিপুলা ঐশ্বর্যের translation-এর সূত্রপাত ঘটে এবং একই সঙ্গে শুরু হয় এই প্রক্রিয়াটির সমতুল্য একটি শব্দের খোঁজ। এই খোঁজের পরিণাম হল সংস্কৃত-ইংরাজি অভিধানগুলিতে translation-এর সমার্থক হিসেবে ‘অনুবাদ’-এর প্রবেশ, এবং adaptation-এর পাশে রূপান্তরের স্থানগ্রহণ। একটি স্থানগত রূপক (translation) এবং আরেকটি সময়গত রূপক (অনুবাদ) পাশাপাশি কীভাবে এবং কেন স্থান গ্রহণ করল সেই কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক আলোচনা আপাততঃ পাশে সরিয়ে রেখে আমরা বরং দেখার চেষ্টা করি ঔপনিবেশিক সময়কাল জুড়ে প্রকাশিত বিভিন্ন শব্দকোষগুলিতে adaptation ও রূপান্তরের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের আখ্যান ও তাদের নেপথ্য কাহিনি। আলোচ্য প্রবন্ধটির চুম্বকসার হল ‘রূপান্তর’ শব্দটির একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং ‘অ্যাডাপ্টেশান’ ও ‘রূপান্তর’ এই দুইটি ধারণার তুলনামূলক আলোচনা। এ কথা আমরা প্রায় প্রত্যেকেই জানি যে, ‘রূপান্তর’ শব্দটিকে সন্ধি বিচ্ছেদ করলে দাঁড়ায় ‘রূপ’ + ‘অন্তর’, যেখানে ‘রূপ’ অর্থে ‘গঠন’ বা ‘আকৃতি’ অথবা ‘সৌন্দর্য’ দুইই বোঝায়। সুতরাং ‘রূপান্তর’-এর প্রচলিত অর্থ ‘গঠন বা সৌন্দর্যের পরিবর্তন’। কিন্তু আমার এই প্রবন্ধটি অনুসন্ধান করবে ‘রূপান্তর’-এর এক ভিন্নতর অর্থের। পি. বি. শেলী তাঁর *‘A Defense of Poetry’*

(১৮২০) বইতে 'ট্রান্সলেশান' প্রক্রিয়ার সঙ্গে 'অন্যত্র বীজ বপন'-এর যে তুলনা করেছেন, সেই পাঠ-কে প্রতিপাদ্য করে আমার প্রস্তাব হবে, অনুবাদক-কে 'রোপক'-এর সঙ্গে তুলনা করা এবং একই সঙ্গে এর মধ্যে নিহিত উদ্ভিদবিদ্যাসংক্রান্ত রূপকগুলি খুঁজে বার করা, যা এর আগে সম্পূর্ণ অনালোচিত থেকে গেছে। এর জন্য আমি এইচ. পি. ফস্টার রচিত *'A Vocabulary in Two Parts, Bongalee and English and Vice Versa'* (১৮০২) থেকে আরম্ভ করে শ্রী হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত *'বঙ্গীয় শব্দকোষ'* (১৯৩৪) পর্যন্ত উনবিংশ শতকে কলকাতা ও সংলগ্ন স্থানে প্রকাশিত বেশ কতগুলি অভিধান পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করব। যার ফলে এই বিভিন্ন বাংলা ও ইংরেজি অভিধানগুলিতে 'রূপান্তর' শব্দটির ভিন্নতর অর্থগুলি প্রতীয়মান হবে। তবে শুরুতে দেখা যাক, 'অ্যাডাপ্টেশান'-শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা করলে কী দাঁড়ায়!

'অ্যাডাপ্টেশান' শব্দটির বুৎপত্তিগত অন্বেষণ :

পশ্চিমের তাত্ত্বিকরা আদিকাল থেকেই 'অ্যাডাপ্টেশান'-কে 'ট্রান্সলেশান'-এর থেকে আলাদা একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন। 'আক্ষরিক' (literal) ও 'মুক্ত' (liberal) — এই দুই যুগ্ম বৈপরীত্যের মাঝে আটকে পড়া পশ্চিমী চিন্তাধারায় ট্রান্সলেশান-কে দেখা হয়েছে 'আক্ষরিক' ভাষান্তর হিসেবে এবং 'অ্যাডাপ্টেশান'-কে যুক্ত করা হয়েছে 'মুক্ত' (liberal) ধারার অনুবাদের সঙ্গে। অনেকে আবার একধাপ এগিয়ে একে 'rewriting', 'domestication' এমনকি 'non-translation' হিসেবেও অভিহিত করেছেন। মোনা বেকার সম্পাদিত *'Routledge Encyclopaedia of Translation Studies'* (১৯৯৮) বইতে জর্জ এল. বাস্তিন 'অ্যাডাপ্টেশান'-এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন থেকে তা থেকে এটা পরিষ্কার যে 'অ্যাডাপ্টেশান' অর্থে উৎস টেক্সট থেকে বিচ্যুত হওয়াকেই বোঝানো হচ্ছে,

> a set of translative interventions which result in a text that is not generally accepted as a translation but is nevertheless recognized as representing a source text. As such, the term may embrace numerous vague notions such as appropriation, domestication, imitation, REWRITING, and so on. Strictly speaking, the concept of adaptation requires recognition of translation as nonadaptation, a somehow more constrained mode of transfer. For this reason, the history of adaptation is parasitic on historical concepts of translation.
>
> (Baker 1998:5)

উপরোক্ত উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব যে, 'Domestication' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'অ্যাডাপ্টেশান' প্রক্রিয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরতে। বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে 'অ্যাডাপ্টেশান'-র আদতে লক্ষ্য-সংস্কৃতিতে উৎস টেক্সটের ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারা। অনূদিত টেক্সট যে আদপে সেই ভাষায় লিখিত কোনও মৌলিক লেখাই নয় সেই প্রশ্নটা যাতে পাঠক/দর্শক-এর মনে খোঁচা না দেয় মূলতঃ সেই উদ্দেশ্যেই 'অ্যাডাপ্টেশান'-এর রাস্তা বেছে নেওয়া। অন্যদিকে পশ্চিমী তাত্ত্বিকগণের মতে 'ট্রান্সলেশান' হল মূলের অনুরূপ ও মূলের প্রতি বিশ্বাসী এক প্রক্রিয়া এবং অন্যদিকে 'অ্যাডাপ্টেশান' লক্ষ্য সংস্কৃতির দিকে তাকিয়ে বা সেই প্রয়োজন অনুযায়ী এক প্রক্রিয়া, যা কিনা একপ্রকার 'ছদ্মট্রান্সলেশান'। ফলতঃ 'ট্রান্সলেটার' এবং 'অ্যাডাপ্টার' — এই দুই সত্ত্বায়

বিভক্ত পশ্চিমী অনুবাদককুল। প্রথমপক্ষ মূলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং উদ্দেশ্য মূল সৃষ্টির সঙ্গে অনুবাদকে যতদূর সম্ভব কাছাকাছি আনা, যাতে করে অনূদিত টেক্সটকে মনে হয় মূলের প্রতিফলন। অন্যদিকে দ্বিতীয়পক্ষ মূল ও অনুবাদের মধ্যেকার সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক ভেদাভেদ-এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ফলত অনূদিত টেক্সটে গঠন ও অর্থজনিত বিচ্যুতিকেই শ্রেয় বলে মনে করেন।

'Adaptation' শব্দের বুৎপত্তিগত ইতিহাস ঘাঁটলে আমরা দেখতে পাব যে শুরু থেকেই এর অর্থ 'অভিযোজন'। ল্যাটিন শব্দ *adaptationem* থেকে ফরাসি শব্দ *adaptation* শব্দের উৎপত্তি এবং সেখান থেকেই ইংরেজি অভিধানে শব্দটির প্রবেশ। ষোড়শ শতকে ফরাসি শব্দটির অর্থ ছিল "action of adapting" যা কিনা ১৬৭০ সন নাগাদ পরিবর্তিত হয়ে "condition of being adapted" দাঁড়ায়। মোটামুটি ১৭৯০ সালের পর থেকে শব্দটির আভিধানিক অর্থ হয় "modification of a thing to suit new conditions"[১] উদ্ভিদবিদ্যাসংক্রান্ত ধারণাগুলি 'অ্যাডাপ্টেশান' শব্দের সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করে ডারউইন-এর 'অরিজিন অফ স্পিসিস' (১৮৫৯)-এর সৌজন্যে। তিনি লিখছেন,

> As natural selection acts by competition, it adapts the inhabitants of each country only in relation to the degree of perfection of their associates; so that we need feel no surprise at the inhabitants of any one country, although on the ordinary view supposed to have been specially created and adapted for that country, being beaten and supplanted by the naturalised productions from another land.
>
> (Darwin 1859 : 410)

সুতরাং, 'অ্যাডাপ্টেশান' শব্দটিকে জীববিদ্যা-র দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হলে শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় যে, একটি জৈবদেহের বর্তমান পরিবেশ হতে ভিন্নতর পরিবেশে বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা। ডারউইনই হলেন প্রথম গবেষক যিনি একটি জৈবদেহের সঙ্গে তার পরিবেশের গতিশীল বিবর্তনমূলক সম্পর্ককে উপলব্ধি করেন। তাঁর মতে, জলবায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণিজগত ও উদ্ভিদজগতের বাসস্থানের পরিবর্তন ঘটে এবং বাসস্থানের অবস্থান্তরের সঙ্গে একটি জৈবদেহ নতুন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে অভিযোজিত করার চেষ্টা করে। পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে একটি জীবদেহের তিন ধরনের বদল ঘটতে পারে, যেমন, ১. বাসস্থান অনুসরণ; ২. জেনেটিক পরিবর্তন; ৩. বিলোপসাধন। এই তিন প্রকারের মধ্যে জেনেটিক পরিবর্তনকে ডারউইন 'অ্যাডাপ্টেশান' হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই বিষয়টি বিশদে আলোচনার জন্য আমরা পরে আবারও ফিরে আসব কিন্তু তার আগে দেখে নেওয়া যাক রূপান্তরের আভিধানিক ব্যুৎপত্তিগত ইতিহাস।

রূপান্তর-এর বুৎপত্তিগত অন্বেষণ :

ভারতীয় প্রেক্ষিতে Roman Jakobson-এর 'intersemiotic translation'-এর ধারণাটিকে সাধারণত 'রূপান্তর' প্রক্রিয়ার সমতুল হিসেবে ধরা হয়। Roman Jakobson তাঁর "On Lingiuistic Aspects of Translation" প্রবন্ধে intersemiotic translation-এর যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন তা হল, 'an interpretation of verbal signs by means of signs of non-verbal sign systems' অর্থাৎ একটি চিহ্নের মৌখিক চিহ্নতন্ত্র থেকে মৌখিক ভিন্ন অন্যতর চিহ্নতন্ত্রে ব্যাখ্যা। এখানে অবশ্য লক্ষ্যণীয়

বিষয়টি হল, 'অ্যাডাপ্টেশান'-এর পাশে 'interpretation' শব্দের ব্যবহার, যা কিন্তু আমরা উনবিংশ শতকে কলকাতা ও সংলগ্ন স্থান থেকে প্রকাশিত বেশ কিছু অভিধানেও দেখতে পাব।

এবারে আসা যাক 'রূপান্তর'-এর ব্যুৎপত্তিগত আলোচনায়। সংস্কৃত/বাংলা ভাষায় 'রূপান্তর' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ করলে আমরা পাই, রূপ+অন্তর। আমরা এ কথা প্রত্যেকেই জানি যে, 'রূপ' শব্দটির অর্থ 'সৌন্দর্য' ও 'গঠন' এবং 'অন্তর' অর্থে 'পরিবর্তন'-কে নির্দেশ করা হয়। অতএব, 'রূপান্তর' শব্দটি একটি টেক্সট-এর গঠনগত অথবা/এবং নান্দনিক পরিবর্তন-কে চিহ্নিত করে। সুতরাং, রূপান্তরিত কোনও টেক্সট-এর বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝব যে উৎস টেক্সট-এ কী ধরণের গঠনগত অথবা নান্দনিক কিংবা উভয় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে এবং লক্ষ্য টেক্সট-টি আদৌ উৎস টেক্সট-এর সত্তাটিকে বজায় রেখেছে, নাকি সম্পূর্ণ নতুন একটি টেক্সট-এর জন্ম হয়েছে।

আমার এই প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য উৎস ও লক্ষ্য টেক্সট, এই দুই-এর তুলনামূলক আলোচনাকে আপাতত মুলতুবি রেখে 'রূপান্তর' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত উৎস অনুসন্ধান করা। আভিধানিক আলোচনার শুরুতেই বিস্ময়কর একটি তথ্য জানিয়ে রাখি — আঠারো থেকে উনিশ শতক অবধি 'রূপান্তর' শব্দটি বাংলা থেকে ইংরেজি অভিধানে অনুপস্থিত। বরং 'রূপ' ও 'অন্তর' শব্দ দুটি আলাদা আলাদা ভাবে উল্লেখিত। হেনরি পিটস্ ফস্টার-এর ১৮০২ সনে প্রকাশিত, *A Vocabulary in Two Parts, Bongalee and English, And Vice Versa (Part II)*, অথবা উইলিয়াম কেরী-র *A Dictionary of the Bengalee Language (Vol. II Part 1 & 2)* ১৮২৫ সালে মুদ্রিত, কিংবা তারাচাঁদ চক্রবর্তী-র *A Dictionary in Bengalee and English*, ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস থেকে ১৮২৭ সালে প্রকাশিত, অথবা গ্রেভস্ সি. হটন্ সংকলিত বাংলা থেকে বাংলা ও ইংরেজি দ্বিভাষিক অভিধান *A Dictionary, Bengali and Sanskrit : Explained in English and Adapted for Students of Either Language to which is added an Index, Serving as a Reversed Dictionary*, কিংবা রেভারেণ্ড উইলিয়াম ইয়েটস্-এর *A Dictionary in Sanakrit and English, Designed for the Private Students and of Indian Colleges and Schools* (১৮৪৬), বা ক্যালকাটা স্কুল বুক সোস্যাইটি কর্তৃক প্রকাশিত *Bengali and English Dictionary, for the Use of Schools* (১৮৫৬) ইত্যাদি কোনও অভিধানই তার দুই মলাটের মধ্যে 'রূপান্তর' শব্দটিকে স্থান দেয়নি। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের অভিধানগুলিতেই 'রূপান্তর' প্রথম স্থান পায়।

ইতোমধ্যে, 'অ্যাডাপ্টেশান' শব্দটি অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে ইংরেজি থেকে বাংলা অভিধানে তার জায়গা করে নিয়েছিল। ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস থেকে ১৮৫১ সালে প্রকাশিত জন মেণ্ডিস সম্পাদিত *Abridgment of Johnson's Dictionary, English and Bengali, Peculiarly calculated for the Use of European and Native Students* বই অনুযায়ী 'অ্যাডাপ্টেশান'-এর আভিধানিক অর্থ হল :

> *Adapt :* মেল (Union/assemblage), যোগ (to add), তুল্য (to be compared)
> *Adaptable :* সংযোজনীয় (additive), যোগকরণীয় (supplemental)
> *Adaptation :* তুল্যযোগকরণ (adding by comparing)
>
> (মেণ্ডিস্, ১৮৫১, ৫)

অতএব, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, 'অ্যাডাপ্টেশান' অর্থে 'পুনঃলিখন' (rewriting) বা লক্ষ্য-সংস্কৃতিতে টেক্সট-এর পুনঃস্থাপন (re-dimension) বোঝাচ্ছে না। বরং এক্ষেত্রে, 'সংযোজন', 'যোগকরণ' ইত্যাদি

অর্থের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অনুবাদচর্চার ইতিহাসে সম্ভবত প্রথম 'অ্যাডাপ্টেশান'-এর পাশে 'তুল্যযোগকরণ' শব্দটি লেখা হল যা কিনা একটি তুলনামূলক ধারণাকে নির্দেশ করে। একটি টেক্সট-এর 'অ্যাডাপ্টেশান' বলতে সাধারণত লক্ষ্য-সংস্কৃতিতে পাঠকের রুচি অনুযায়ী তার গ্রহণকে বোঝায়, কিন্তু উপরোক্ত অভিধান অনুসারে লক্ষ্য সংস্কৃতিতে পাঠকের রুচি অনুযায়ী টেক্সটে কিছু সংযোজন ও সম্পূরণ করাও বোঝানো হচ্ছে। ফলতঃ উৎস ও লক্ষ্য-সংস্কৃতি — এই দুইয়ের মধ্যে একটি নান্দনিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে তুলনামূলক আলোচনার পথ খুলে যাচ্ছে। এই সংযোজন ও সম্পূরণ প্রসঙ্গে আমরা মনে করতে পারি Sebastian Bartosch ও Andreas Stuhlman-এর লেখা। 'Reconsidering adaptation as translation : Th comic in between' (১৯২৩) প্রবন্ধে তাঁরা বলছেন, "translation can be thought of both as a mode of aesthetic transformation and its result : It appears neither as replacement nor as retelling, but as a sovereign artefact supplementing the original text."[২] সুতরাং, এখানে মূল শব্দটি হল, 'supplement' বা 'সম্পূরক' যা 'অ্যাডাপ্টেশান'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে উপরোক্ত মেণ্ডিসের শব্দকোষে উল্লেখিত। একটি অ্যাডাপ্টেড টেক্সট-এ 'সম্পূরক' বা 'সংযোজন'-এর নির্বাচন যেহেতু অনুবাদকের ওপর নির্ভরশীল, ফলত সেখানে অনুবাদকের সত্তা ও সৃজনশীলতার ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে কিন্তু একইসঙ্গে তাঁর আনুগত্যহীনতার প্রশ্নটিও প্রাধান্য পায়। 'অ্যাডাপ্টেশান'-এর সঙ্গে আনুগত্যহীনতার প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকার জন্য এবং 'অ্যাডাপ্টেশান'-এর ফলে উৎস-টেক্সট উদ্দিষ্ট সংস্কৃতি অনুযায়ী সুসংগত ও যথাযথ হওয়ার জন্য সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয় এবং 'অ্যাডাপ্টেশান'-কে সর্বদা 'ট্রান্সলেশান'-এর অধীন বা নিকৃষ্ট হিসেবে ধরা হয়।

মনিয়ের উইলিয়ামস্ তাঁর মহাগ্রন্থ *A Sanskrit - English Dictionary, Etymologically and Philologically Arranged with Speial Reference to Greek, Latin, Gothic, German Anglo-Saxon and Other Cognate Indo-European Languages* (১৮৭২)-এ 'adapted to'-এর অর্থ হিসেবে 'অনুগমন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'অনু-' উপসর্গের অর্থ পশ্চাতে বা অনুসারে এবং ক্রিয়াপদ 'গমন'-এর অর্থ যাওয়া। সুতরাং, 'অনুগমন' শব্দটি একত্রে 'অন্বেষণ', 'অনুবর্তী', 'পশ্চাৎগমন' ইত্যাদি অর্থ বহন করে। তিনি লিখছেন,

> *অনুগম :* অনু-গম, to go after, follow, seek, approach, visit, arrive; to practice, observe, obey, imitate; to enter into; to die out, be extinguished.
>
> (উইলিয়ামস্, ১৮৭২, ৩২)

> *অনু-গ :* going after, following, corresponding with, **adapted to;** a companion; a follower, a servant; (at the close compounds) having followers... [গুরুত্ব আরোপ আমার]
>
> (তদেব)

আমরা যদি মনিয়ের উইলিয়ামস্-এর অভিধানটি আরও বিস্তারিত অনুসন্ধান করি, তাহলে দেখব যে 'অনুরূপ' শব্দটিও 'সঙ্গত', 'উপযুক্ত' এবং 'অভিযোজিত' ইত্যাদি অর্থ নির্দেশ করে। যেহেতু, 'অনু-' উপসর্গের অর্থ পশ্চাতে বা অনুসারে এবং মূল শব্দ 'রূপ'-এর অর্থ গঠন, সুতরাং 'অনুরূপ' সমআকৃতি,

সদৃশতা, প্রতিচ্ছায়া ইত্যাদি অর্থকে নির্দেশ করে। অতএব আমরা এ কথা বলতেই পারি যে 'অনুগমন' ও 'অনুরূপ' — এই দুই শব্দই 'অ্যাডাপ্টেশান' প্রক্রিয়াকে সূচিত করে এবং আভিধানিক এই ব্যাখ্যা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, 'অ্যাডাপ্টেশান' শুধুমাত্র অভিযোজন, পরিবর্তন, বিবর্তন ইত্যাদি অর্থকেই সূচিত করে না, যেমনটি পশ্চিমি ট্রান্সলেশান স্টাডিজ অনুযায়ী বিবৃত ও সংজ্ঞায়িত, বরং ভারতীয় প্রেক্ষিত অনুযায়ী সদৃশতা, প্রতিচ্ছায়া ইত্যাদি অর্থকেও নির্দেশ করে।

> *অনুরূপ :* অনু-রূপ, following the form, conformable, corresponding, like, resembling; **fit, suitable; adapted to;** agreeable to; according to...
> [গুরুত্ব আরোপ আমার]
>
> (তদেব, ৩৮)

মনিয়ের উইলিয়ামস্-এর শব্দকোষ অনুযায়ী, 'রূপ' অর্থে 'form', 'figure' ও 'beauty' ইত্যাদি ছাড়াও 'রোপা' ও 'রোপিত' ইত্যাদিও বোঝায়। কৌতূহলের বিষয় এই যে ওই একই অভিধানে 'রোপা'-র অর্থ 'the act of raising or setting up' এবং 'রোপিত'-র অর্থ 'the act of planting (trees/ saplings) or sowing'। সংস্কৃত-ইংরেজি আভিধানিক ইতিহাসে মনিয়ের উইলিয়ামস্-ই সম্ভবত প্রথম, যিনি 'রূপ' অর্থে জৈববিদ্যাসংক্রান্ত রূপক ব্যবহার করেছেন।

> *রূপ :* ১. ropa, ropita ২. rup (connected with rt. I. ruh), Ved. the earth.
>
> (তদেব, ৮৫০)

> *রূপ :* (more properly regarded as a Nom. fr. rupa below) ... form, mould, figure, represent, t**o represent on the stage, exhibit in pantomime or by gesture, at;** to feign; to view, inspect, contemplate; (probably) to appear... [গুরুত্ব আরোপ আমার]
>
> (তদেব, ৮৫১)

এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এই যে, রূপ-এর প্রচলিত অর্থ যেমন, 'form', 'mould', এবং 'figure' ইত্যাদি ছাড়াও 'representation on the stage' এই অর্থটিও বিশেষ ভাবে উল্লিখিত। এই প্রসঙ্গে আমাদের বিশেষ ভাবে মনে পড়বে মহর্ষি ভরত প্রণীত *নাট্যশাস্ত্র*-র কথা যেখানে আমরা 'Principles of Personation'-এর অনুষঙ্গে রূপায়ণের মূল নীতিগুলির উল্লেখ পাই।

> One should not enter the stage in his own natural appearance. His own body should be covered with paints and decorations ... Just as a man who renounces his own nature together with the body, and assumes nature of someone else by entering into his body, so the wise actor thinking within himself that "I am he", should represent the States of another person by speech, gait, gestures and other movements.
>
> (Natyasastra, ৩২) [মনমোহন ঘোষ অনূদিত]

এই 'Stage representation of characters' যেমনটি ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-য় উল্লিখিত, মনিয়ের উইলিয়ামস্ও 'রূপ' শব্দের পাশে সেই একই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন।

> *রূপ :* any outward appearance or phenomenon, form, figure, shape, (rupam kri, to assume a form); any object of vision or visible object (as colour &c.); reflected form, image, representation, similitude, resemblance, semblance; the form of a noun or verb &c. (in grammar), ... a beautiful appearance, handsome form, mien, or figure, shapeliness, beauty, elegance, grace; natural state or condition, natural disposition, nature, essence, property, character, characteristic, peculiarity, feature, sign, symptom; kind sort, species; mode, manner;
>
> (উইলিয়ামস্, ১৮৭২, ৮৫১)

'রূপান্তর' শব্দটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে হরিশ ত্রিবেদী-ও বলেছেন,

> "... as *rup* also means beauty, *rupantara* carries the connotation of a change in form which is, or remains, beautiful and is thus a change in form which still retains the aesthetic effect of the original, Probably for this reason, *rupantara* came, in time, to denote not strict or faithful translation, but (as Macgregor indicates) an adaptation ..."[৩]

মনিয়ের উইলিয়ামস্-এর অভিধান নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে যেমন আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'রূপ' শব্দটির পাশে 'রোপা' ও 'রোপণ' — এই দুটি অর্থকেই স্থান দেওয়া হয়েছে। ফলত মনিয়ের উইলিয়ামস তাঁর অভিধানে এই দুটি শব্দের কী অর্থ লিখেছেন তা এখানে উল্লেখ করা দরকার।

> *রোপা :* (fr. the Caus of rt. ১ ruh), the act of raising or setting up ... (fr. the Caus of rt. ২. রোপণ); the planting (of trees); ...
>
> (উইলিয়ামস্, ১৮৭২, ৮৫৫)

এছাড়াও অভিধানটিতে অন্যান্য সগোত্রীয় শব্দ যেমন, 'রোপক', 'রোপণ', 'রোপণীয়', 'রোপায়িত্রি', 'রোপিলা', 'রোপিন', এবং 'রোপ্য' ইত্যাদির অর্থগুলিও দেখা যেতে পারে। এর ফলে 'রূপ' ও 'রূপ' সম্বন্ধীয় শব্দগুলির আক্ষরিক অর্থ/প্রতিশব্দ নিয়ে একটি সামগ্রিক চিত্র পাব আমরা।

> *রোপক :* planter.
>
> *রোপণ :* causing to grow, causing to grow over or cicatrize,... putting or placing on; the act of setting up or erecting, raising; the act of planting, setting...
>
> *রোপণীয় :* to be set up or erected or raised; to be planted; useful for healing or cicatrizing.
>
> *রোপায়িত্রি :* one who sets up or erects, an erecter; a planter.
>
> *রোপিলা :* made to grow; raised, erected elevated; set planted, placed in or upon.
>
> *রোপিন :* raising, erecting, setting up, planting.

> *রোপ্য :* to be raised or erected; to be planted.
>
> (তদেব)

বস্তুতঃ 'রোপণ' ও 'রোপক' — এই দুই শব্দের মধ্যে নিহিত উদ্ভিদবিদ্যাসংক্রান্ত রূপকগুলি যে 'রূপ' শব্দের মধ্যেও উপস্থিত তা স্পষ্ট।

এর পরবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দকোষ হল সুবল চন্দ্র মিত্র সম্পাদিত *আদর্শ বাঙলা অভিধান* (১৯০৬) যা বাংলা শব্দকোষের ইতিহাসে সম্ভবত প্রথম যেখানে 'রূপান্তর' শব্দটি একটি একক শব্দ হিসেবেই উল্লিখিত।

> *রূপান্তর :* অন্য রূপ (different form); ভিন্ন আকার (another shape); নতুন অবস্থা বা ভাব (new condition or state of mind).
> *রূপান্তরিত :* ভিন্ন আকারে পরিণত (developed in differect shape); নতুন অবস্থা বা ভাব প্রাপ্ত (newly shaped or conditioned) [ইংরেজি প্রতিশব্দগুলি আমার]
>
> (মিত্র, ১৯০৬, ১১৮৭)

'রূপ' অর্থে 'শরীর'; 'গঠন'; 'স্বরূপ'; 'স্বভাব'; 'প্রকার'; 'সৌন্দর্য্য'; 'নাম'; 'শব্দ'; 'শ্লোক'; 'পশু'; 'চোরিত বস্তু'; 'শুক্লাদি বর্ণ'; 'রঙ'; 'বিভক্তিযুক্ত শব্দ বা ধাতু'; 'গ্রন্থাদির আবৃত্তি'; 'দৃশ্যকাব্য' এবং '(অন্য শব্দের পরবর্তী হইলে) তৎসদৃশ' ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। মিত্র-র শব্দকোষ অনুযায়ী 'রূপ' অর্থে গঠন-কে যেমন বোঝানো হয়েছে, তেমনি 'অন্তর' অর্থে ভিন্ন বা নতুন কোনও কিছুতে পরিবর্তিত বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে 'রূপ' অর্থে এখানে আধ্যাত্মিক অথবা মানসিক অবস্থার কথাও বলা হয়েছে। আবার যদি আমরা *নাট্যশাস্ত্র*-র দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখব, যে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী নাটক কার্য ও ভাব-এর সমন্বয়, যার মাধ্যমে ঘটে রসনিষ্পত্তি।

> No meaning proceeds [from speech] without [any kind of] Sentiment. The Sentiment is produced (*rasa-nispattih*) from a combination (*samyoga*) of Determinants (*vibham*), Consequents (*anubhava*) and Transitory States (*vyabhican-bhava*) ... [the] instance (*dristanta*) ... is that as taste (*rasa*) results from a combination of various spices, vegetables and other articles, and as six tastes (*rasa*) are produced by articles such as, raw sugar or spices or vegetables, so the Dominant States (*sthayibhava*), when they come together with various other States (*bhava*) attain the quality of the Sentiment.
>
> (*Natyasastra*, ch.. 6, verse 31, translation by Ghosh)

আবার 'রূপ'-এর আরেকটি অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে যা আমরা পূর্ববর্তী কোনও অভিধানেই সম্ভবত পাইনি — তা হল 'গ্রন্থাদির আবৃত্তি'। এ প্রসঙ্গে আমাদের সকলেরই হয়তো মনে পড়বে 'অনুবাদ' (সংস্কৃত : অনুবাদ) শব্দটি। এ কথা আমরা সবাই জানি যে, সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী উপসর্গ 'অনু-' এবং বিশেষ্য 'বাদ'-এর মিলনে গঠিত 'অনুবাদ'। অবধেশ কুমার সিং (২০০৬)-এর মতে বুৎপত্তিগত ও আক্ষরিক — দুই ভাবেই 'অনুবাদ' শব্দের অর্থ 'পরবর্তী' বা 'অনুরূপ কথন' (অনু=পরে; বাদ=কথন)[৪],

> ...the term *anuvad* ... means 'subsequent discourse' (target text) based

> on a *vad* (discourse, i.e., source text). It presupposes an existing discourse, i.e., *vad* or source text. The *vad* and *anuvad* lead to the third stage, which we can term as *samvad* (dialogue) with one's own self and other (s) within and without. This dialogue or *samvad* impacts the self and the other in more ways than one in different historical periods. Attendant political, ideological and economic considerations notwithstanding, samvad becomes an instrument for transformation of the self and the other...
>
> (Singh, 2006, 206-7)

সুবল চন্দ্র মিত্রের অভিধানে যদিও আমরা 'রূপান্তর'-এর কোনও ইকোলজিকাল মেটাফরের সন্ধান পাই না, তবুও 'রূপান্তর'-এর আভিধানিক ইতিহাসে এই অভিধানের ভূমিকা অনস্বীকার্য এবং তা শুধুমাত্র শব্দটির প্রথম একক আত্মপ্রকাশের জন্য নয়, বরং 'রূপান্তর'-এর প্রচলিত অর্থগুলিকে যথাযথ ভাবে তুলে ধরার জন্য।

এবারে নজর দেওয়া যাক, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সম্পাদিত 'বাঙলা ভাষার অভিধান' (১৯১৭)-এর দিকে। 'রূপান্তর' প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন,

> *রূপান্তর :* রূপ (আকার/form); অন্তর (অন্য/other, ভিন্ন/different); ১. ভিন্ন মূর্তি (different embodiment); স্বতন্ত্র আকার (independent form); প্রকারান্তর (another methods or means). ২. অবস্থান্তর (diverse condition).
>
> (দাস, ১৯১৭, ১২৯৫)

এখানেও আমরা দেখছি যে 'রূপান্তর' অর্থে 'প্রকারান্তর' অথবা 'অবস্থান্তর' ইত্যাদি বলা হয়েছে কিন্তু একই সঙ্গে 'স্বতন্ত্র আকার'-ও বলা হয়েছে। আমাদের অবশ্যই মনে পড়বে 'free translation'-এর ধারণাটি; যেখানে অনুবাদ মুক্ত, মূল টেক্সটের দাসত্বশৃঙ্খল ভেঙে সে স্বাধীন। আবার উল্টো দিকে লক্ষ্য সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে দাঁড়িয়ে মূল টেক্সট-ও যেন উৎসের বোঝা থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে।

ঢাকার বেঙ্গল লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত *The Modern Anglo-Bengali Dictionary : A Comprehensive Lexicon of Bi-Lingual Literary, Scientific and Technological Words and Terms (Vol. III),* (১৯১৯) চারুচন্দ্র গুহ সম্পাদিত অভিধানে আমরা দেখি,

> *adapt :* ১. To fit (a person or thing to another); to make suitable (to or *for* a purpose); উপযোগী করা, প্রয়োজনরূপ করা, উদ্দেশ্যোপযোগী করা। ২. To modify so as to fit for a new use; as, a kind of farm-house, *adapted* out of the old ruin; নতুন কাব্যের উপযোগী করিয়া তোলা।
>
> *adaptability, adaptableness :* The state or quality of being adapted; যোগ্যতা, সংযোজনতা, উপযোগিতা শক্তি।
>
> *adaptable :* Capable of being adapt-applicable; যোগ্য, যোক্তব্য, যোগ্যজ।
>
> *adaptation :* 1. The process of fitting or suiting one thing to another; সমীকরণ, সংবিধান, যোজনা, যোগ্যতা, উপযোগিতা, 2. The process of modifying

> a thing so as to suit new condition, as the modification od a piece of music to suit a different condition; the alteration of a dramatic composition to suit a different audience; নতুন অবস্থার উপযোগিকরণ — যথা, বিভিন্ন অবস্থার উপযোগিকরণার্থ সঙ্গীতের পরিবর্তন; ভিন্নশ্রেণীর বা ভিন্নদেশীয় শ্রোত্রীবৃন্দের উপযোগিকরণার্থ কোন নাটকের ভাব বা ঘটনাসমূহের পরিবর্তন।
>
> *adaptedness :* One that adapts (in any sense); সংযোজক।
>
> *adaptive :* Given to adaptation; suitable; সংযোজনশীল, উপযোগী।
>
> *adaptiveness :* (vulgur) Calculated to catch the fancy of the rabble; ইতর জনতার চিত্তাকর্ষণার্থ, Applied also to meretorious attempts to catch popular favour or applause; (ইতরজন চিত্তাকর্ষক) oratory; অশিক্ষিত ইতরশ্রেণীর লোকদিগের করতালি ও সাধুবাদলাভার্থ (বক্তার কৃত্রিম প্রয়াস)।
>
> (গুহ, ১৯১৯, ২৫)

এই সুবিশাল ব্যাখ্যায় আমরা দেখতে পাই যে, 'অ্যাডাপ্টেশান' অর্থে 'intersemiotic translation' অথবা 'adapting a text from one medium or sign system to another medium or sign system' বোঝান হয়েছে।

এরপরে আমরা দেখব হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বিখ্যাত অভিধান *বঙ্গীয় শব্দকোষ* (১৮৩২), যেখানে 'রূপ' অর্থে লেখা হয়েছে,

> *রূপ :* রূপকরণ, রূপযুক্তকরণ (adding attributes).
>
> *রূপ :* 'রূপযুক্ত' (added attributes), সদৃশ (similar). 1. আকৃতি (form), মূর্তি (effigy), কায় (figure). ২. সৌন্দর্য (beauty). 3. চক্ষুর বিষয়মাত্র, দ্রব্য (seen through eyes, object). 4. স্বভাব (characteristics), প্রকৃতি (nature), বিশেষ ধর্ম (partiular attributes). 5. প্রতিবিম্ব (reflection), প্রতিকৃতি (figure). 6. ভাব (condition), প্রকার (types) ... 8. সদৃশ (likeness), তুল্যতা (comparable). 9. পদ্ধতি (method).
>
> *রূপ :* রোপণ করা (to plant)
>
> (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৩২, ১৯২৬)

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন প্রথম অভিধানকার, যিনি তাঁর অভিধানে রূপ অর্থে গঠন ও সৌন্দর্য ব্যতিরেকে রোপণ — এই অর্থটিও লিখলেন যা কিনা আমাদের পি. বি. শেলী-র *A Defence of Poetry* (1820 [1840]) প্রবন্ধের একটি বিশেষ অংশকে মনে করায়, যেখানে তিনি 'transplanting the seed' — ধারণা প্রসঙ্গে বলছেন,

> Sounds as well as thoughts have relation both between each other and towards that which they represent, and a perception of the order of those relations has always been found connected with a perception of the order of the relations of thoughts. Hence the language of poets has ever affected a certain uniform and harmonious recurrence of sound, without which it were not poetry, and which is scarcely less

> indispensable to the communication of its influence, than the words themselves, without reference to that particular order. Hence the vanity of translation; it were as wise to cast a violet into a crucible that you might discover the formal principle of its colour and odour, as seek to transfuse from one language into another the creations of a poet. The plant must spring again from its seed, or it will bear no flower — and this is the burden of the curse of Bable.
>
> (Shelley, 1820 [1840])

'Transplantation of seeds' এবং 'plucking a plant from one soil and planting it into a different soil' — এই দুইয়ের মধ্যে মূল পার্থক্য হল, যে প্রথমটি উৎস টেক্সট-এর মৌলিক সারাংশ বা চিন্তার মজ্জাটিকে লক্ষ্য-সংস্কৃতিতে স্থানান্তর ঘটানোর কথা বলে, কিন্তু দ্বিতীয়টি উৎস-সংস্কৃতি থেকে মূল উৎপাটন করে টেক্সটটিকে লক্ষ্য-সংস্কৃতিতে রোপণ করাকে নির্দেশ করে। Lorna Hardwick 'Transplantation of seeds' প্রসঙ্গে বলেছেন,

> ...[B]old claims for translation as an instrument of change, and in doing so alters the emphasis of today's student of classical languages. The task of facing the translator of ancient texts, she argues, is to produce translations that go beyond the immediacy of the text and seek to articulate in some way (she uses the organic metaphor of 'transplantation', which derives from Shelley) the cultural framework within which that text is embedded. Moreover it is the very act of translation that enables contemporary readers to construct lost civilizations. Translation is the portal through which the past can be assessed.
>
> (Kuhiwczak and Littau, 2007 : 15)

গ্রীক ক্লাসিকাল সাহিত্যের প্রখ্যাত সমালোচক Lorna Hardwick-এর মতে 'adaptation' হল এমন একটি গাছ যা অন্য ভৌগোলিক পরিমণ্ডল থেকে আনা একটি বীজ থেকে জাত, কিন্তু ভিন্ন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। সেই গাছের মাথা থেকে শুরু করে শিকড় অবধি যদি খুঁজি তাহলে আমরা পেয়ে যেতে পারি অভিযোজন প্রক্রিয়ার পুরনো চিহ্নগুলি। পুরনো সেই ছাপ দেখে দেখে, সেই অনুযায়ী পা ফেলে ফেলে আমরা পৌঁছে যেতে পারি সাংস্কৃতিক অতীতে। ফলত Hardwick-এর তত্ত্ব অনুযায়ী আডাপ্টেড টেক্সটের বিশ্লেষণ করা মানে শুধুই তার রূপান্তরকরণের পদ্ধতি বা লক্ষ্য-সংস্কৃতিতে তার গ্রহণ কতখানি হল সেই আলোচনাই নয়, বরং উৎস-টেক্সটকে খুঁজে বার করে দুই টেক্সট ও সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা করাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

বিশিষ্ট ট্রান্সলেশান স্টাডিজ্ তাত্ত্বিক Susan Bassnett তাঁর "Transplanting the Seed : Poetry and Translation" (1998) প্রবন্ধে translation প্রক্রিয়াকে transplanting a seed-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে 'adaptation' প্রক্রিয়া হল এমন একটি বীজ যা কিনা স্থানান্তরকরণের পর নতুন পরিবেশে বেড়ে ওঠে। Susan Bassnett-এর প্রবন্ধ পাঠের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, একজন অনুবাদকের কর্তব্য প্রথমে বীজ এবং স্থানান্তরকরণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নির্বাচন করা। তারপর

একটা বীজ থেকে চারাগাছ বার হতে যেমন জলহাওয়া ও সূর্যালোকের প্রয়োজন হয়, তেমনি অ্যাডাপ্টেড টেক্সটের বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের জোগান দেওয়াও একজন সফল অনুবাদকের দায়িত্ব।

> ...[T]hough a poem cannot be transfused from one language to another, it can nevertheless be transplanted. The seed can be placed in new soil, for a new plant to develop. The task of the translator must then be to determine and **locate that seed and to set about its transplantation.** [গুরুত্ব আরোপ আমার]
>
> (Bassnett and Lefevere, 1998 : 58)

অতএব, 'adaptation' অর্থে যেমন transplantation-কে বোঝানো হচ্ছে, তেমনি 'অন্যত্র রোপণ' এই ধারণাটিও যে 'রূপান্তর' শব্দের মধ্যে অধিষ্ঠান করছে তার আভাস আমরা শব্দকোষ সংক্রান্ত আলোচনাতেই পেয়েছিলাম। ডারউইনের তত্ত্বানুযায়ী পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটি জীবদেহের যে তিন ধরণের বদল ঘটতে পারে — ১. বাসস্থান অনুসরণ; ২. জেনেটিক পরিবর্তন; ৩. বিলোপসাধন। প্রথমটি খুব ভালোভাবে বোঝানো যেতে পারে নাট্যরূপান্তর দিয়ে। যখন কোনও নাটককার একটি বিদেশি নাটক স্বদেশে মঞ্চস্থ করতে গিয়ে, বিদেশি অনুষঙ্গ, বিলাতি পরিচ্ছদ এবং বিদেশি সদৃশ অভিনেতাদের নিয়ে আসেন, যাতে বোঝা যায় যে মঞ্চে একটি বিদেশি নাটক অভিনীত হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা Schleiermacher-এর থেকে ধার করে বলতে পারি যে এটি একটি আদর্শ 'foreignisation' (বিদেশিকরণ) অথবা ডারউইনের সূত্রানুসারে, 'habitat tracking' (বাসস্থান অনুসরণ), অর্থাৎ রূপান্তরের অন্তরে থাকে মূলের সঙ্গে নৈকট্য। 'বিলোপসাধন'-এর উদাহরণস্বরূপ বলা যায় এমন একটি রূপান্তর ক্রিয়া যেখানে টেক্সটটি উদ্দিষ্ট পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, ফলত অস্তিত্বের বিলোপসাধন ঘটে। 'জেনেটিক পরিবর্তন' হল সঠিকার্থে 'রূপান্তর' বা 'adaptation'। এক্ষেত্রে, রূপান্তরের অন্তরে থাকে মূলের সঙ্গে দূরত্ব, যা আদতে Schleiermacher-এর 'nativisation' বা Venuti-র থিয়োরি অনুযায়ী 'domestication' (আত্তীকরণ)। রূপান্তরিত টেক্সটটি তার আগের রূপ বিসর্জন দিয়ে ধারণ করে দেশিয় রূপ, মূল থেকে উৎপাটিত হয়ে নতুনভাবে রোপিত হয় দেশিয় জমিতে। স্থানীয় সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্মীয় আচার মেনে দেশজ পদ্ধতিতে সেই চারাগাছকে বড়ো করে তোলা হয়, যাতে তার থেকে দেশজ রূপ রস গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। অনুবাদকর্মে এতটাই দেশজ প্রকরণ ও আঙ্গিকের ছাপ থাকে যে পাঠক/দর্শক বুঝতেই পারেন না যে সেটি একটি বিদেশি টেক্সটের স্বদেশিকরণ।

রূপান্তর-এর এই 'রোপণ' সংক্রান্ত রূপক এতকাল অনুবাদতত্ত্বে সম্পূর্ণ অলক্ষিত থেকে গেছে। আভিধানিক ও ব্যবহারিক প্রেক্ষিতে 'adaptation' এবং রূপান্তর-এর মধ্যে উদ্ভিদবিদ্যা সংক্রান্ত রূপকগুলির পরিপ্রেক্ষিতে একটি ঘনিষ্ঠ সংযোগ পাওয়া যায়। বলা যেতে পারে যে, উভয়ের মধ্যেই একটি জৈব প্রতীকের অস্তিত্ব আছে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে অনুবাদের গুরুত্ব অনেক, কিন্তু পাশাপাশি রূপান্তরের ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা আজ সমান মনোযোগের দাবি করে। 'বীজ' অথবা 'উদ্ভিদ', এই 'জৈব' রূপকগুলির মধ্যে যে অন্যত্র রোপণ ও বৃদ্ধির সম্পর্ক তা ডারউইন-এর 'adaptation'-এ যেমন দৃশ্যমান, তেমনই আশা করা যায় যে এই প্রবন্ধটি থেকে পাঠকবর্গ অনুধাবন করতে সমর্থ হবেন কীভাবে ভারতীয় অনুবাদচর্চায় 'রূপান্তর' ধারণাটির মধ্যেও জৈববিদ্যা সংক্রান্ত রূপকগুলির অস্তিত্ব প্রমাণিত।

রচনাপঞ্জি :

বাংলা বই :

জ্ঞানেন্দ্রমাহন দাস, ১৯১৭, *বাংলা ভাষার অভিধান*, এলাহাবাদ, ইন্ডিয়ান প্রেস

সুবল চন্দ্র মিত্র, ১৯০৬, *আদর্শ বাংলা অভিধান*, কলকাতা, নিউ বেঙ্গল প্রেস

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৩২, *বঙ্গীয় শব্দকোষ* (দুই খণ্ড), নিউ দিল্লী, সাহিত্য আকাদেমি

ইংরাজি বই :

Baker, Mona. (ed.) 2009. *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*. London & New York: Routledge.

Bassnett, Susan and André Lefevere. (eds.), 1998. *Constructing culture: essays on literary translation*. Clevedon: Multilingual Matters.

Carey, William. 1825. *A Dictionary of the Bengalee Language (Vol. 1)*. Serampore: Mission Press.

---. 1825. *A Dictionary of the Bengalee Language (Vol. II. Part I. & ll.)*. Serampore: Mission Press.

Chukruburtee, Tarachand. 1827. *A Dictionary in Bengalee and English*, Baptist Mission Press. Calcutta.

Darwin, Charles. 1859. "On the Origin of Species : By Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life", *Nature*, London: John Murray, 5 (121). 502.

Demetska, V. "Translational Adaptation: Theoretical and Methodological Perspectives". *The Advanced Science Journal*. 1(2011): 15-18.

Donald, James. 1872. *Chambers's Etymological Dictionary of the English Language*. Edinburgh: W. & R. Chambers.

Eldredge, Niles. 1995. *Reinventing Darwin: the great evolutionary debate. Wiley*, N.Y.: 64.

Foster, Henry Pitts. 1802. *A Vocabulary in Two Parts, Bongalee and English, And Vice Versa (Part II)*, Calcutta: P. Ferris Post Press.

Guha, Charuchandra. 1916. *The Modern Anglo-Bengali Dictionary: A Comprehensive Lexicon of Bi-Lingual Literary, Scientific and Technological Words and Terms (Vol. I)*, Dacca: Bengal Library.

---. 1919. *The Modern Anglo-Bengali Dictionary: A Comprehensive Lexicon of Bi-Lingual Literary, Scientific and Technological Words and Terms (Vol. Ill)*, Dacca: Bengal Library.

Ghosh, Manomohan, editor and translator. 1951. *The Natyasastra ascribed to Bharata-muni*. Asiatic Society of Bengal.

Haughton, Graves C. 1833. *A Dictionary, Bengali and Sanskrit: Explained in English and Adapted for Students of Either Language to which is added an Index, Serving as a Reversed Dictionary*, London: J. L. Cox and Son.

Eldredge, Niles. 1995. *Reinventing Darwin: the great evolutionary debate*. Wiley, N.Y.: 64.

Klein, Ernest. 1966. *A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language*. New York: Elsevier.

Krebs, K. 2014. "Introduction: Collisions, Diversions and Meeting Points", in K. Krebs (ed.) *Translation and Adaptation in Film and Performance* (Routledge Advances in Theatre and Performance Studies; Vol. 30). Abingdon & New York: London & New York, Routledge.

Kuhiwezak, Piotr and Karin Littau. (eds.) 2007. *A Companion to Translation Studies*. Clevedon, Buffalo and Toronto: Multilingual Matters Ltd.

Shelley, Percy Bysshe. 1840. *Essays, Letters from Abroad, Translations and Fragments, (Vol. 1)*. (Posthumously edited by Mrs. Shelley). London: Edward Moxon.

Venuti, Lawrence. (ed.) 2004. *The Translation Studies Reader*. London & New York: Routledge.

Williams, Monier. 1872. *A Sanskrit-English Dictionary, Etymologically and Philologically Arranged with Special Reference to Greek, Latin, Gothic, German, Anglo-Saxon and Other Cognate Indo-European Languages*, Oxford: Calderon Press.

ইংরাজি প্রবন্ধ :

Darwin, Charles. 1859. "On the Origin of Species: By Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life", *Nature*, London: John Murray, 5 (121). 502.

Demetska, V. "Translational Adaptation: Theoretical and Methodological Perspectives". *The Advanced Science Journal*. 1(2011): 15-18.

Koh, Lian Pih et al. 2004. Species, Coextinctions and the Biodiversity Crisis. *Science* 305.5690: 1632-1634.

Leitch, Thomas. 2008. Adaptation Studies at a Crossroads, *Adaptation*, 1.1. 63-77. Online: www. pdfs.semanticscholar.org/4c45 /c7031cc297274b55b5ad9acb96145aaealee.pdf

Pym, Anthony and Alexander Perekrestenko, (eds.) 2009. *Translation Research Projects 2*. Tarragona: Intercultural Studies Group. Online: www. intercultural. urv.cat/media/upload/domain317/arxius/TP2/ TRP2may3.pdf

Orr, H. 2005. The genetic theory of adaptation: a brief history. *Nature Reviews Genetics*. 6.2. 119-127. Online: www. nature.com/nrg/journal/v6/n2/full/nrg1523.html

তথ্যসূত্র

[১] দ্রঃ http://www.etymonline.com/index.php?term=adaptation

[২] দ্রঃ Bartosch, Sebastian and Andreas Stuhlmann. "Reconsidering adaptation as translation: The comic in between" in *Studies in Comics*, 4.1, (2013): 59-73. Print.

[৩] Harish Trivedi has cited earlier Macgregor's Oxford Hindi-English Dictionary (1993) which defines *rupantara* in Hindi meaning, "changed or new form, transformation; version, rendering, adaptation (of a tale, a work)

[৪] দ্রঃ সিং, অবধেশ কুমার, (২০০৬) "Translation in/and Hindi Literature", *Translation Today*, Vol. 3 Nos 1 & 2, 2006.

ঋন্দন কুণ্ড : কটকের শ্রী শ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রী শ্রী সেন্টার ফর ট্রান্সলেশান ও ইন্টারপ্রিটিং স্টাডিজ-এ ডিরেক্টর-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে সহকারী অধ্যাপক রূপে কর্মরত।